পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন

ব্রজবাসীরা যখন তাঁর যজ্ঞ বাতিল করেন তখন ইন্দ্র কিভাবে ক্রোধের বশবর্তী হন, বৃন্দাবনে প্রলয়ঙ্কর বারিবর্ষণ করে কিভাবে তিনি তাঁদের দণ্ড প্রদান করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং গোবর্ধন পর্বতকে উত্তোলন করে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোকুলকে রক্ষা করেছিলেন এবং সাতদিন ধরে সেটিকে ছাতার মতো ব্যবহার করে বৃষ্টিকে প্রতিহত করেছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত যজ্ঞ ভঙ্গ হওয়ায় ক্রুদ্ধ ইন্দ্র মিথ্যা অভিমানবশত নিজেকে পরম নিয়ন্তা মনে করে বললেন, "আত্ম-উপলব্ধির উদ্দেশ্যে দিব্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা মানুষ কখনও কখনও পরিত্যাগ করে এবং মনে করে যে, জাগতিক কর্মযজ্ঞ দ্বারাই তারা এই ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে পারবে। তেমনই, এই গোপগণও গর্বের দ্বারা প্রমত্ত হয়েছে এবং একটি অজ্ঞ, সাধারণ শিশু—কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে আমাকে অবমাননা করছে।"

ব্রজবাসীদের এই দম্ভ দূর করার জন্য ইন্দ্র জগৎ ধ্বংসকারী সাংবর্তক নামক মেঘরাশিকে প্রেরণ করলেন। প্রচণ্ড বারিবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ব্রজবাসীদের হয়রান করার জন্য তিনি সেগুলিকে প্রেরণ করলেন। এর ফলে গোপ-সম্প্রদায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে আশ্রয়ের জন্য কৃষ্ণের সমীপবর্তী হলেন। এই উপদ্রব ইন্দ্রের কাজ বুঝতে পেরে, কৃষ্ণ ইন্দ্রের এই মিথ্যা প্রতিপত্তি চূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এভাবেই তিনি গোবর্ধন পর্বতকে এক হাতে উত্তোলন করলেন। তার পর তিনি সমগ্র গোপ-সমাজকে সেই পর্বতের নীচে শুষ্ক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্র চূড়ান্তভাবে কৃষ্ণের যোগ-শক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে মেঘরাশিকে বিরত হবার নির্দেশ প্রদান না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে সাতদিন তিনি সেই পর্বতকে ধারণ করে ছিলেন।

গ্রামবাসী গোপগণ সবাই যখন পর্বতের নীচ থেকে বেরিয়ে এলেন, কৃষ্ণ পুনরায় গোবর্ধন পর্বতকে স্বস্থানে স্থাপন করলেন। গোপগণ তখন অশ্রুবর্ষণ ও রোমাঞ্চ আদি প্রেমময়ী লক্ষণসমূহ প্রদর্শন করে ভাবে অভিভূত ছিলেন। তাঁরা কৃষ্ণকে তাঁদের যথোচিত অবস্থান অনুযায়ী আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করলেন, আর স্বর্গ থেকে দেবতারা তখন নীচে পুষ্প বর্ষণ ও ভগবানের মহিমা গান করতে লাগলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ ।
গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপ হ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **তদা**—তখন; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **পূজাম্**—পূজা; **বিজ্ঞায়**—জানতে পেরে; **বিহতাম্**—বিনষ্ট হয়েছে; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **গোপেভ্যঃ**—গোপগণের প্রতি; **কৃষ্ণ-নাথেভ্যঃ**—যাঁরা কৃষ্ণকে তাঁদের ভগবানরূপে গ্রহণ করেছে; **নন্দ-আদিভ্যঃ**—নন্দ মহারাজ ও অন্যদের প্রতি; **চুকোপ হ**—তিনি ক্রুদ্ধ হলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ইন্দ্র যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর যজ্ঞ বিনষ্ট হয়েছে, তখন তিনি কৃষ্ণকে তাঁদের ভগবানরূপে গ্রহণকারী নন্দ মহারাজ ও অন্য গোপগণের উপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের শুরুতেই শুকদেব গোস্বামী ইন্দ্রের অজ্ঞতা ও তাঁর ক্রোধের অযৌক্তিকতা প্রকাশ করেছেন। ইন্দ্র হতাশ হয়েছিলেন কারণ বৃন্দাবনবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের ঈশ্বররূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সহজ সরল সত্যটি হচ্ছে যে, কৃষ্ণ কেবলমাত্র বৃন্দাবনবাসীগণের ঈশ্বর নন, তিনি সকল জীবেরই ঈশ্বর, এমন কি স্বয়ং ইন্দ্রেরও তিনি ঈশ্বর। তাই ইন্দ্রের এই উদ্ধত প্রতিক্রিয়াটি ছিল উপহাসাস্পদ। যেমন সাধারণ কথাতেই বলা হয় যে, "অহঙ্কারই পতনের কারণ।"

শ্লোক ২

গণং সাংবর্তকং নাম মেঘানাং চান্তকারিণাম্ ।
ইন্দ্রঃ প্রচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাক্যং চাহেশমান্যুত ॥ ২ ॥

গণম্—সমূহ; **সাংবর্তকম্ নাম**—সাংবর্তক নামক; **মেঘানাম্**—মেঘরাশির; **চ**—এবং; **অন্ত-কারিণাম্**—যে ব্রহ্মাণ্ডের সমাপ্তি সাধন করে; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **প্রচোদয়ৎ**—প্রেরণ করলেন; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ; **বাক্যম্**—বাক্য; **চ**—এবং; **আহ**—বললেন; **ঈশ-মানী**—মিথ্যাভাবে নিজেকে পরম নিয়ন্তা মনে করে; **উত**—বস্তুত।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ ইন্দ্র সাংবর্তক নামক বিশ্ব ধ্বংসকারী মেঘরাশিকে প্রেরণ করলেন। নিজেকে পরম নিয়ন্তা কল্পনা করে, তিনি এভাবেই বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ঈশমানী শব্দটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্দ্র উদ্ধতভাবে নিজেকে ঈশ্বররূপে বিবেচনা করেছিলেন এবং এভাবেই তিনি একটি বদ্ধ জীবের আদর্শ মনোভাবটি প্রদর্শন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর বহু চিন্তাবিদ অতিরঞ্জিত ব্যক্তিগত সম্মানবোধ, যা আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন; বস্তুত, লেখকগণ এই ব্যাপারটিকে 'আমি প্রজন্ম' রূপেও চিহ্নিত করেছেন। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই *ঈশমান* নামক লক্ষণের দ্বারা অথবা দাম্ভিকভাবে নিজেকে ঈশ্বর মনে করে কম বেশি অপরাধী।

শ্লোক ৩

অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্ ।
কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্ ॥ ৩ ॥

অহো—দেখ; **শ্রী**—ঐশ্বর্যের কারণে; **মদ**—প্রমত্ততার; **মাহাত্ম্যম্**—মহিমা; **গোপানাম্**—গোপগণের; **কানন**—বনে; **ওকসাম্**—যারা বাস করে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণের; **মর্ত্যম্**—একজন সাধারণ মানুষ; **উপাশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **যে**—যারা; **চক্রুঃ**—করেছে; **দেব**—দেবতাদের প্রতি; **হেলনম্**—অপরাধ।

অনুবাদ

[ইন্দ্র বললেন—] দেখ, এই গোপগণ বনে বাস করে কিভাবে তাদের ঐশ্বর্যের দ্বারা অত্যন্ত প্রমত্ত হয়ে উঠেছে! তারা একটি সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের শরণাগত হয়েছে এবং এভাবেই তারা দেবতাদের প্রতি অপরাধ করেছে।

তাৎপর্য

অবশ্যই ইন্দ্র প্রকৃতপক্ষে বলছিলেন যে, ইন্দ্র যাকে *মর্ত্য* অর্থাৎ মনুষ্য জ্ঞান করেন, সেই কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে গোপগণ তাঁকে অর্থাৎ ইন্দ্রকেই অপমান করেছেন। ইন্দ্রের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এটি একটি মস্ত বড় ভুল।

শ্লোক ৪

যথাদৃঢ়ৈঃ কর্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্ ॥ ৪ ॥

যথা—যেমন; **অদৃঢ়ৈঃ**—অদৃঢ়; **কর্ম-ময়ৈঃ**—সকাম কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত; **ক্রতুভিঃ**—ধর্মীয় আচারপূর্ণ যজ্ঞের দ্বারা; **নাম**—নামে মাত্র; **নৌ-নিভৈঃ**—নৌকা সদৃশ; **বিদ্যাম্**—জ্ঞান; **আন্বীক্ষিকীম্**—পারমার্থিক; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **তিতীর্ষন্তি**—তারা পার হবার চেষ্টা করে; **ভব-অর্ণবম্**—ভবসমুদ্র।

অনুবাদ

তাদের কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ ঠিক যেন মানুষদের মূর্খ প্রচেষ্টার মতো যারা আত্মা সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান পরিত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে নৌকা সদৃশ সকাম, ধর্মীয় আচারপূর্ণ যজ্ঞের মাধ্যমে ভবসমুদ্র পার হবার চেষ্টা করে।

শ্লোক ৫

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্ ।
কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥ ৫ ॥

বাচালম্—বাচাল; **বালিশম্**—শিশু; **স্তব্ধম্**—উদ্ধত; **অজ্ঞম্**—মূর্খ; **পণ্ডিত-মানিনম্**—নিজেকে জ্ঞানী মনে করে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **মর্ত্যম্**—একজন মানুষ; **উপাশ্রিত্য**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **মে**—আমার প্রতি; **চক্রুঃ**—আচরণ করেছে; **অপ্রিয়ম্**—প্রতিকূলভাবে।

অনুবাদ

যে নিজেকে অত্যন্ত জ্ঞানী মনে করে, কিন্তু যে কেবলমাত্র একটি মূর্খ, উদ্ধত ও বাচাল শিশু, সেই সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে এই গোপগণ আমার প্রতি প্রতিকূলভাবে আচরণ করেছে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, ইন্দ্রকৃত অবমাননার মাধ্যমে দেবী সরস্বতী প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের স্তুতি করেছেন। আচার্য বর্ণনা করছেন—"*বালিশম্* অর্থ 'ভণ্ডামি থেকে মুক্ত, ঠিক একটি শিশুর মতো।' *স্তব্ধম্* শব্দের অর্থ হচ্ছে তিনি কারও কাছে অবনত হন না কারণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, *অজ্ঞম্* শব্দের অর্থ হচ্ছে তাঁর থেকে বেশি জানার কিছু নেই কারণ তিনি সর্বজ্ঞ, *পণ্ডিতমানিনম্* এর অর্থ হচ্ছে পরমতত্ত্বের উপলব্ধিকারীদের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত হন এবং *কৃষ্ণম্* শব্দের অর্থ হচ্ছে তিনিই পরমতত্ত্ব, যাঁর অপ্রাকৃত রূপ নিত্য ও আনন্দময়। *মর্ত্যম্* অর্থ এই যে, যদিও তিনি পরমতত্ত্ব, তবুও তিনি তাঁর ভক্তগণের প্রতি প্রীতিবশত মনুষ্যরূপে এই জগতে আবির্ভূত হন।"

ইন্দ্র *বাচালম্* বলে কৃষ্ণকে তিরস্কার করতে চেয়েছিলেন, কারণ *কর্ম-মীমাংসা* ও *সাংখ্য-দর্শন* এর ধারায় তিনি অনেক ধৃষ্টতাপূর্ণ যুক্তির উপস্থাপন করেছিলেন, এমন কি যদিও তিনি নিজেও সেই সমস্ত যুক্তি স্বীকার করেন না; তাই ইন্দ্র ভগবানকে *বালিশ* অর্থাৎ 'মূর্খ' বলেছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে *স্তব্ধ* বলেছিলেন কারণ তিনি তাঁর পিতার উপস্থিতিতেও উদ্ধতভাবে কথা বলেছিলেন। এভাবেই যদিও

ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে সমালোচনা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত চরিত্র প্রকৃতপক্ষে নিখুঁত এবং কিভাবে ইন্দ্র ভগবানের স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তা এই অধ্যায়ে প্রদর্শন করা হবে।

শ্লোক ৬

এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেনাধ্মাপিতাত্মনাম্ ।
ধুনুত শ্রীমদস্তম্ভং পশূন্নয়ত সঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ৬ ॥

এষাম্—তারা; **শ্রিয়া**—তাদের ঐশ্বর্যের দ্বারা; **অবলিপ্তানাম্**—যারা প্রমত্ত; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **আধ্মাপিত**—সমর্থিত; **আত্মনাম্**—যাদের হৃদয়; **ধুনুত**—দূর কর; **শ্রী**—তাদের ধনজনিত; **মদ**—প্রমত্ত হয়ে; **স্তম্ভম্**—তাদের মিথ্যা অহঙ্কার; **পশূন্**—তাদের পশুগণকে; **নয়ত**—নিয়ে এস; **সঙ্ক্ষয়ম্**—বিনাশের দিকে।

অনুবাদ

[ধ্বংসকারী মেঘরাশিকে রাজা ইন্দ্র বললেন—] এই মানুষদের ঐশ্বর্য গর্বের দ্বারা তাদের মত্ত করে তুলেছে এবং তাদের এই ঔদ্ধত্য কৃষ্ণের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এখন যাও, তাদের অহঙ্কার দূর কর এবং তাদের পশুগুলিকে বিনাশ কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে এটি পরিষ্কার যে, বৃন্দাবনবাসীরা কেবলমাত্র গাভী সংরক্ষণের দ্বারাই অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, কারণ ইন্দ্র তাঁদের পশুদের হত্যার মাধ্যমে তাদের তথাকথিত ধনজনিত দম্ভ বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। সযত্নে পালিত গাভীরা প্রচুর পরিমাণে দুধ উৎপন্ন করে, যার থেকে পনির, মাখন, দই, ঘি প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই খাদ্যগুলি নিজেরাই অত্যন্ত সুস্বাদু এবং অন্যান্য খাবারের স্বাদও বাড়িয়ে তোলে, যেমন ফল, সবজি ও শস্যদানা। রুটি ও সবজি মাখনের দ্বারা অতি সুস্বাদু হয় এবং ফল যখন দুধের সর বা দইয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখন তা বিশেষভাবে ক্ষুধাবর্ধক হয়। সভ্য সমাজে দুগ্ধজাত দ্রব্য সকল সময়েই কাম্য এবং এর উদ্বৃত্ত অংশের বাণিজ্যের মাধ্যমে অনেক মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করা যায়। এভাবেই কেবলমাত্র বৈদিক দুগ্ধজাত উদ্যোগের দ্বারাই বৃন্দাবনবাসীরা ধনবান, স্বাস্থ্যবান ও সুখী ছিলেন, এমন কি জাগতিক ভাবেও। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ।

শ্লোক ৭

অহং চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্ ।
মরুদ্গণৈর্মহাবেগৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ॥ ৭ ॥

অহম্—আমি; **চ**—ও; **ঐরাবতম্**—ঐরাবত নামক; **নাগম্**—আমার হাতিতে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **অনুব্রজে**—অনুসরণ করব; **ব্রজম্**—ব্রজের দিকে; **মরুৎ-গণৈঃ**—মরুদ্‌গণের সঙ্গে; **মহা-বেগৈঃ**—মহা বেগশালী; **নন্দ-গোষ্ঠ**—নন্দ মহারাজের গোপসমাজ; **জিঘাংসয়া**—বিনাশের উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজের গোষ্ঠ ধ্বংস করবার জন্য আমিও আমার ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করে মহা বেগশালী মরুদ্‌গণের সঙ্গে তোমাদের অনুগমন করব।

তাৎপর্য

সাংবর্তক মেঘরাশি ইন্দ্রের উগ্র মনোভাবের দ্বারা ভীত হয়ে তাঁর নির্দেশ পালন করেছিল, যা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৮

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং মঘবতাজ্ঞপ্তা মেঘা নির্মুক্তবন্ধনাঃ ।
নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা ॥ ৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এভাবেই; **মঘবতা**—ইন্দ্রের দ্বারা; **আজ্ঞপ্তাঃ**—আদেশ প্রাপ্ত হয়ে; **মেঘাঃ**—মেঘরাশি; **নির্মুক্ত-বন্ধনাঃ**—তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে (যদিও জগতের প্রলয়কাল পর্যন্ত তাদের সংযত থাকার কথা ছিল); **নন্দ-গোকুলম্**—নন্দ মহারাজের গোপ-ভূমিতে; **আসারৈঃ**—প্রচণ্ড বারিবর্ষণ দ্বারা; **পীড়য়াম্ আসুঃ**—তারা উৎপীড়ন করতে লাগল; **ওজসা**—তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ইন্দ্রের আদেশে জগৎ ধ্বংসকারী মেঘরাশি অসময়ে তাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে গমন করল। সেখানে তারা শক্তিশালী প্রচণ্ড বারিবর্ষণ দ্বারা অধিবাসীদের উপর উৎপীড়ন করতে শুরু করল।

তাৎপর্য

সাংবর্তক মেঘরাশি সমগ্র পৃথিবীকে একটি বিশাল সমুদ্রের মতো আচ্ছন্ন করতে পারে। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে, এই মেঘরাশি ব্রজের সামান্য ভূখণ্ডকে প্লাবিত করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৯

বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ ।
তীব্রৈর্মরুদ্‌গণৈর্নুন্না ববৃষুর্জলশর্করাঃ ॥ ৯ ॥

বিদ্যোতমানাঃ—আলোকিত হয়ে; **বিদ্যুদ্ভিঃ**—বিদ্যুতের দ্বারা; **স্তনন্তঃ**—গর্জনশীল; **স্তনয়িত্নুভিঃ**—বজ্রের দ্বারা; **তীব্রৈঃ**—ভয়ঙ্কর; **মরুৎ-গণৈঃ**—বায়ুর দেবতাদের দ্বারা; **নুন্নাঃ**—সম্মুখে চালিত হয়ে; **ববৃষুঃ**—তারা বর্ষণ করতে লাগল; **জল-শর্করাঃ**—শিলাবৃষ্টি।

অনুবাদ

বিদ্যুৎ দ্বারা আলোকিত ও বজ্রের দ্বারা গর্জনশীল মেঘরাশি ভয়ঙ্কর মরুদ্‌গণের দ্বারা সম্মুখে চালিত হয়ে, সজোরে শিলাবৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, *মরুদ্‌গণৈঃ* শব্দটি সাতটি মহাবায়ুকে নির্দেশ করছে, যেমন আবহ, যিনি ভুবর্লোক অঞ্চলের তত্ত্বাবধান করেন এবং প্রবহ, যিনি গ্রহসমূহকে তাদের স্ব-স্ব স্থানে ধারণ করেন।

শ্লোক ১০

স্থূণাস্থূলা বর্ষধারা মুঞ্চৎস্বভ্রেষ্বভীক্ষ্ণশঃ ।
জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতম্ ॥ ১০ ॥

স্থূণা—স্তম্ভের ন্যায়; **স্থূলাঃ**—স্থূল; **বর্ষ-ধারাঃ**—বারিধারা; **মুঞ্চৎসু**—বর্ষণ করে; **অভ্রেষু**—মেঘরাশি; **অভীক্ষ্ণশঃ**—নিরন্তরভাবে; **জল-ওঘৈঃ**—জলরাশির দ্বারা; **প্লাব্যমানা**—প্লাবিত হয়ে; **ভূঃ**—পৃথিবী; **ন অদৃশ্যত**—দৃষ্ট হল না; **নত-উন্নতম্**—উচ্চ বা নীচ।

অনুবাদ

বৃহদায়তন স্তম্ভের ন্যায় স্থূলরূপে মেঘরাশি বারিধারা বর্ষণ করতে থাকলে, পৃথিবী প্লাবনে জলমগ্ন হল এবং নিম্নস্থান থেকে উচ্চস্থানকে আর পৃথক করা গেল না।

শ্লোক ১১

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ১১ ॥

অতি-আসার—অত্যধিক বারিবর্ষণ; **অতি-বাতেন**—এবং অত্যধিক বায়ুর দ্বারা; **পশবঃ**—গাভী ও অন্যান্য পশুরা; **জাত-বেপনাঃ**—কম্পিত হয়ে; **গোপাঃ**—গোপগণ;

গোপ্যঃ—গোপীগণ; চ—ও; শীত—শীতের দ্বারা; আর্তাঃ—পীড়িত; গোবিন্দম্—শ্রীগোবিন্দের; শরণম্—আশ্রয়ের জন্য; যযুঃ—তাঁরা গমন করলেন।

অনুবাদ

অত্যধিক বর্ষণ ও বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয়ে গাভী ও অন্যান্য পশুগণ এবং শীতের দ্বারা পীড়িত হয়ে গোপ ও গোপীগণ সকলে আশ্রয়ের জন্য শ্রীগোবিন্দের নিকটে গমন করলেন।

শ্লোক ১২

শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ ।
বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ ॥ ১২ ॥

শিরঃ—তাদের মস্তক; সুতান্—তাদের বৎসদের; চ—এবং; কায়েন—তাদের দেহ দ্বারা; প্রচ্ছাদ্য—আবৃত করে; আসার-পীড়িতাঃ—বারিবর্ষণের দ্বারা পীড়িত; বেপমানাঃ—কম্পিত হয়ে; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; পাদ-মূলম্—পাদপদ্মমূলে; উপাযযুঃ—তারা উপনীত হল।

অনুবাদ

অত্যধিক বারিবর্ষণের দ্বারা পীড়িত ও কম্পিত হয়ে এবং তাদের নিজের দেহ দ্বারা তাদের মস্তক ও বৎসদের আচ্ছাদিত করে, গাভীগণ পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হল।

শ্লোক ১৩

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো ।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ ভক্তবৎসল ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; মহা-ভাগ—হে সর্ব-সৌভাগ্যশালী; ত্বৎ-নাথম্—যাদের নাথ হচ্ছেন আপনি; গো-কুলম্—গো-সম্প্রদায়; প্রভো—হে প্রভু; ত্রাতুম্ অর্হসি—দয়া করে রক্ষা করুন; দেবাৎ—দেবতা ইন্দ্র থেকে; নঃ—আমাদের; কুপিতাৎ—যিনি ক্রুদ্ধ; ভক্ত-বৎসল—হে আপনি, যিনি আপনার ভক্তগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।

অনুবাদ

[গোপ ও গোপীগণ ভগবানকে উদ্দেশ করে বললেন—] কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে মহা সৌভাগ্যশালী, অনুগ্রহ করে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে গাভীদের রক্ষা করুন! হে প্রভু, আপনি ভক্তবৎসল। দয়া করে আমাদেরও রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সময়ে গর্গমুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, *অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ* (*ভাগবত* ১০/৮/১৬)—"তাঁর কৃপায় তোমরা অনায়াসে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে।" বৃন্দাবনবাসীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এই ধরনের মহা সঙ্কটে ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁদেরকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণকে ক্ষমতা প্রদান করবেন। তাঁরা কৃষ্ণকেই সমস্ত কিছুরূপে গ্রহণ করেছিলেন আর কৃষ্ণ তাঁদের ভালবাসার প্রতিদান দিতেন।

শ্লোক ১৪

শিলাবর্ষাতিবাতেন হন্যমানমচেতনম্ ।
নিরীক্ষ্য ভগবান্মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ ॥ ১৪ ॥

শিলা—শিলা; **বর্ষ**—বৃষ্টির দ্বারা; **অতি-বাতেন**—এবং অত্যধিক বায়ুর দ্বারা; **হন্যমানম্**—আক্রান্ত হয়ে; **অচেতনম্**—অচেতন; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মেনে**—বিবেচনা করলেন; **কুপিত**—ক্রুদ্ধ; **ইন্দ্র**—ইন্দ্রের দ্বারা; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **হরিঃ**—শ্রীহরি।

অনুবাদ

তাঁর গোকুলের অধিবাসীবৃন্দকে শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বায়ুর প্রচণ্ড আক্রমণে বাস্তবিকই অচেতন দর্শন করে, পরমেশ্বর ভগবান হরি হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, এটি ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের কাজ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন, যে কঠোর ক্লেশ বৃন্দাবনবাসীদের উপর ইন্দ্র আপাতদৃষ্টিতে আরোপ করেছিলেন তা ছিল বৃন্দাবনবাসী ও ভগবানের মধ্যে প্রেমের আদান প্রদান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির আয়োজন। আচার্য উপমা প্রদান করেছেন যে, একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধার যন্ত্রণা আনন্দকেই বর্ধিত করে, যখন সে শেষ পর্যন্ত চমৎকার খাদ্য ভোজনের পর তা অনুভব করে আর এভাবেই ক্ষুধাকে ভোজনের আনন্দবর্ধক বলা যেতে পারে। তেমনই, বৃন্দাবনবাসীরা যদিও সাধারণ জাগতিক উদ্বেগ অনুভব করছিলেন না, ইন্দ্রের কার্যাবলীর মাধ্যমে এক ধরনের ক্লেশ অনুভব করছিলেন আর এভাবেই কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের মনসংযোগ তীব্রতর করেছিলেন। অবশেষে ভগবান যখন সক্রিয় হলেন, তখন তার পরিণতি অপূর্ব হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

অপর্ত্বত্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্ ।
স্বযাগে বিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি ॥ ১৫ ॥

অপ-ঋতু—অকালে; **অতি-উল্বণম্**—অস্বাভাবিকভাবে ভয়ঙ্কর; **বর্ষম্**—বর্ষণ; **অতি-বাতম্**—প্রবল বায়ুযুক্ত; **শিলা-ময়ম্**—শিলাপূর্ণ; **স্ব-যাগে**—তাঁর যজ্ঞ; **বিহতে**—বন্ধ করেছি; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **ইন্দ্রঃ**—রাজা ইন্দ্র; **নাশায়**—বিনাশের জন্য; **বর্ষতি**—বারিবর্ষণ করছেন।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণের স্বগতোক্তি—] যেহেতু আমরা তাঁর যজ্ঞ বন্ধ করেছি, প্রবল বায়ু ও শিলা সহযোগে ইন্দ্র অস্বাভাবিকভাবে ভয়ঙ্কর এই অকাল বারিবর্ষণ করছেন।

শ্লোক ১৬

তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে ।
লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধনিষ্যে শ্রীমদং তমঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র—এই বিষয়ে; **প্রতি-বিধিম্**—প্রতিকার করে; **সম্যক্**—যথাযথভাবে; **আত্ম-যোগেন**—আমার যোগশক্তির দ্বারা; **সাধয়ে**—আমি বন্দোবস্ত করব; **লোক-ঈশ**—জগতের ঈশ্বর; **মানিনাম্**—যাঁরা নিজেদের মিথ্যাভাবে বিবেচনা করছে তাঁদের; **মৌঢ্যাৎ**—মূঢ়তাবশত; **হনিষ্যে**—আমি বিনাশ করব; **শ্রী-মদম্**—তাঁদের ঐশ্বর্যের জন্য গর্ব; **তমঃ**—অজ্ঞানতা।

অনুবাদ

আমার যোগশক্তির দ্বারা আমি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্র কর্তৃক সৃষ্ট এই উপদ্রবের প্রতিকার করব। ইন্দ্রের মতো দেবতারা তাঁদের ঐশ্বর্যের জন্য গর্বিত এবং মূঢ়তাবশত তাঁরা মিথ্যাভাবে নিজেদের জগদীশ্বর বিবেচনা করছে। আমি এখন এই প্রকার অজ্ঞতা বিনাশ করব।

শ্লোক ১৭

ন হি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে ॥ ১৭ ॥

ন—না; **হি**—অবশ্যই; **সৎ-ভাব**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **যুক্তানাম্**—যাঁরা যুক্ত; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **ঈশ**—ঈশ্বররূপে; **বিস্ময়ঃ**—অভিমান; **মত্তঃ**—আমার দ্বারা; **অসতাম্**—অসৎগণের; **মান**—মিথ্যা সম্মান; **ভঙ্গঃ**—নষ্ট হলে; **প্রশমায়**—তাঁদের উপশমের জন্য; **উপকল্পতে**—অভিপ্রেত।

অনুবাদ

যেহেতু দেবতারা সত্ত্বগুণযুক্ত, নিজেকে ঈশ্বররূপে অভিমান করা তাঁদের অবশ্যই সঙ্গত নয়। আমি যখন সত্ত্বগুণবিহীন তাঁদের মিথ্যা সম্মান ভঙ্গ করি, তখন আমার উদ্দেশ্যটি হচ্ছে তাঁদের শান্তি প্রদান করা।

তাৎপর্য

দেবতারা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত দাস, তাই তাঁরা *সদ্‌ভাবযুক্ত*, অর্থাৎ চিন্ময় অস্তিত্বে যুক্ত। *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/২৪) বলা হয়েছে—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥

"ভগবানের উদ্দেশে যা উপযুক্তরূপে নিবেদিত হয় তা চিন্ময় হয়ে যায়।" জগৎ প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার দ্বারা দেবতারা ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত থাকেন। তাই দেবতারূপে অথবা ভগবানের সেবকরূপে তাঁদের অস্তিত্ব হচ্ছে শুদ্ধ (*সদ্‌ভাব*)। দেবতারা যখন ভগবৎ প্রদত্ত উচ্চ পদের মান অনুযায়ী জীবন যাপনে ব্যর্থ হন এবং উপযুক্ত আচরণ থেকে বিচ্যুত হন, তখন তাঁরা আর দেবতারূপে কার্যকরী হন না বরং বদ্ধ জীবাত্মারূপে গণ্য হন।

মান বা মিথ্যা সম্মান নিঃসন্দেহে বদ্ধ জীবাত্মার জন্য একটি উদ্বেগবাহী বোঝা মাত্র। একজন মিথ্যা অহঙ্কারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শান্ত বা সন্তুষ্ট হয় না, কারণ তার নিজেকে জানাটাই হচ্ছে মিথ্যা ও গর্বস্ফীত। ভগবানের কোনও সেবক যখন *অসৎ* বা অধার্মিক হন, তখন ভগবান তাঁর মিথ্যা সম্মান বিনষ্ট করে তাঁকে অধার্মিকতা থেকে রক্ষা করেন, যা তাকে অপরাধ বা পাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। যেমন ভগবান স্বয়ং বলেছেন, *যস্যাহম্ অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্‌ধনং শনৈঃ*—"আমি কোনও ব্যক্তিকে তার তথাকথিত ঐশ্বর্য হরণ করার মাধ্যমে আমার আশীর্বাদ প্রদান করি।"

অবশ্যই, শ্রীরূপ গোস্বামীর বর্ণনা অনুযায়ী ভগবদ্ভক্তির উন্নত স্তর হচ্ছে *যুক্তবৈরাগ্য, অর্থাৎ* ভগবানের প্রচারকার্যে এই জগতের ঐশ্বর্যকে সদ্ব্যবহার করা। স্বভাবতই এই জগতের বস্তুসমূহ সুন্দরভাবে ভগবানের মহিমা বিস্তারের জন্য এবং ভগবন্মুখী সমাজ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। একজন আরও উন্নত ভক্ত জাগতিক দ্রব্যাদি দ্বারা প্রলুব্ধ না হয়ে, বরং কর্তব্যপরায়ণ ও সততার সঙ্গে সেগুলিকে ভগবানের আনন্দের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করবেন। এই নির্দিষ্ট ঘটনাটিতে, ইন্দ্র বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, তিনি ভগবানের একজন বিনীত সেবক, আর শ্রীকৃষ্ণ তাই এই মোহাচ্ছন্ন দেবতাকে তাঁর চেতনায় ফিরিয়ে আনার আয়োজন করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্ ।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **মৎ-শরণম্**—আমার আশ্রয় গ্রহণ করে; **গোষ্ঠম্**—গোপ-সম্প্রদায়; **মৎ-নাথম্**—যারা আমাকে তাদের নাথরূপে গ্রহণ করেছে; **মৎ-পরিগ্রহম্**—আমার নিজের পরিবার; **গোপায়ে**—আমি রক্ষা করব; **স্ব-আত্ম-যোগেন**—আমার ব্যক্তিগত যোগশক্তির দ্বারা; **সঃ অয়ম্**—এই; **মে**—আমার দ্বারা; **ব্রতঃ**—ব্রত; **আহিতঃ**—গৃহীত হয়েছে।

অনুবাদ

যেহেতু আমি তাদের আশ্রয়, আমি তাদের নাথ এবং বস্তুত তারা আমার নিজের পরিবার-স্বরূপ, সুতরাং আমি অবশ্যই আমার অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা গোপ-সম্প্রদায়কে রক্ষা করব। যাই হোক, আমি আমার ভক্তকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করেছি।

তাৎপর্য

মচ্ছরণম্ শব্দটি নির্দেশ করছে, শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজজন বা বৃন্দাবনের মানুষদের একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপই ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁদের মাঝে তাঁর গৃহেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অনেকার্থবর্গ* অভিধান থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, *শরণং গৃহরক্ষিত্রোঃ*—"*শরণম্* শব্দটি গৃহ অথবা রক্ষক উভয় অর্থই প্রকাশ করতে পারে।" বৃন্দাবনের অধিবাসীরা কৃষ্ণকে তাঁদের স্নেহের শিশু, বন্ধু, প্রেমিক ও জীবনরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভগবান তাঁদের ভাবসমূহের প্রতিদান দিতেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের গৃহে ও প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে এই সমস্ত ভাগ্যবান মানুষদের মাঝে বাস করছিলেন; স্বভাবতই তিনি এই ধরনের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সমস্ত রকম বিপদ থেকে রক্ষা করতেন।

শ্লোক ১৯

ইত্যুক্ত্বৈবকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্ধনাচলম্ ।
দধার লীলয়া বিষ্ণুশ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি—এভাবেই; **উক্ত্বা**—কথা বলে; **একেন**—এক; **হস্তেন**—হাতের দ্বারা; **কৃত্বা**—গ্রহণ করে; **গোবর্ধন-অচলম্**—গোবর্ধন পর্বতকে; **দধার**—তিনি ধারণ করলেন; **লীলয়া**—অতি সহজে; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **ছত্রাকম্**—ছাতার মতো গাছ; **ইব**—ঠিক যেমন; **বালকঃ**—একটি বালক।

অনুবাদ

এই কথা বলে, স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে উত্তোলন করে, একটি বালক যেভাবে অনায়াসে ছাতার মতো গাছ ধারণ করে, ঠিক সেভাবেই তাকে ঊর্ধ্বে ধারণ করলেন।

তাৎপর্য

হরিবংশে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে তাঁর বাম হাতে উত্তোলন করেছিলেন—*স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈর্গিরিঃ সব্যেন পাণিনা।* "তাঁর বাম হাত দিয়ে তিনি সেই পর্বতকে উত্তোলন করেছিলেন, যা মেঘরাশিকে স্পর্শ করছিল।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পর্বত উত্তোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন *সংহারিকী* নামক তাঁর যোগমায়া শক্তির একটি অংশ-প্রকাশ অস্থায়ীভাবে আকাশ থেকে সমস্ত বর্ষা দূর করেছিল যাতে তিনি তাঁর গৃহের বারান্দা থেকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে পর্বতের কাছে দৌড়ে যেতে পারেন, তাই তাঁর উষ্ণীষ কিংবা অন্যান্য বসনসমূহ বর্ষণসিক্ত হয়নি।

শ্লোক ২০

অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব তাত ব্রজৌকসঃ ।
যথোপজোষং বিশত গিরিগর্তং সগোধনাঃ ॥ ২০ ॥

অথ—তখন; **আহ**—বললেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গোপান্**—গোপগণকে; **হে**—হে; **অম্ব**—মাতা; **তাত**—হে পিতা; **ব্রজ-ওকসঃ**—হে ব্রজবাসীগণ; **যথা-উপজোষম্**—তোমরা যথাসুখে; **বিশত**—অনুগ্রহ করে প্রবেশ কর; **গিরি**—এই পর্বতের; **গর্তম্**—নীচে খালি জায়গায়; **স-গোধনাঃ**—তোমাদের গাভীগুলি নিয়ে।

অনুবাদ

ভগবান তখন গোপসমাজকে বললেন—হে মাতা, হে পিতা, হে ব্রজবাসীগণ, তোমরা যদি ইচ্ছা কর তবে এখন তোমাদের গাভীগুলি নিয়ে এই পর্বতের নীচে আসতে পার।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেন—সাধারণত এক বৃহৎ গোপ-সম্প্রদায়, যাঁদের হাজার হাজার গাভী, গোবৎস, বলদ ইত্যাদি রয়েছে, তাঁদের সকলের শ্রীগোবর্ধনের মতো মাঝামাঝি মাপের পাহাড়ের নীচে জায়গা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের হাতের স্পর্শে পাহাড় পরমানন্দে মগ্ন ছিল, তাই সেটি অচিন্ত্য শক্তি অর্জন করেছিল এবং এমন

কি ক্রুদ্ধ ইন্দ্র কর্তৃক তার পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত শত শত ভয়ঙ্কর বজ্রও কোমল, সুগন্ধি ফুলের অর্পণের মতো অনুভূত হয়েছিল। সেই সময় শ্রীগোবর্ধন বুঝতেই পারেনি যে, বজ্রসমূহ তাকে আঘাত করছে। *হরিবংশ* থেকে আচার্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন, *ত্রৈলোক্যমপ্যুৎসহতে রক্ষিতুং কিং পুনর্ব্রজম্*—"শ্রীগোবর্ধন ত্রিলোকের সকলকে আশ্রয় দিতে পারে, সামান্য ব্রজভূমির কথা আর কি বলার আছে।"

ইন্দ্রের আক্রমণ যখন শুরু হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ পর্বতকে উত্তোলন করেছিলেন, তখন পাহাড়ের আশে-পাশে থাকা হরিণ, বন্য শূকর, অন্যান্য প্রাণী ও পাখিরা তার চূড়ায় আরোহণ করেছিল এবং তারা বিন্দুমাত্র ক্লেশও অনুভব করেনি।

শ্লোক ২১

ন ত্রাস ইহ বঃ কার্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ ।
বাতবর্ষভয়েনালং তৎত্রাণং বিহিতং হি বঃ ॥ ২১ ॥

ন—না; **ত্রাসঃ**—ভয়; **ইহ**—এই বিষয়ে; **বঃ**—তোমাদের দ্বারা; **কার্যঃ**—মনে করা উচিত; **মৎ-হস্ত**—আমার হাত থেকে; **অদ্রি**—পর্বতের; **নিপাতনাৎ**—পতনের; **বাত**—বায়ুর; **বর্ষ**—এবং বর্ষণের; **ভয়েন**—ভয়ের দ্বারা; **অলম্**—যথেষ্ট; **তৎ-ত্রাণম্**—তা থেকে পরিত্রাণ; **বিহিতম্**—আয়োজন করা হয়েছে; **হি**—অবশ্যই; **বঃ**—তোমাদের জন্য।

অনুবাদ

এই পর্বত আমার হাত থেকে পতিত হবে তোমাদের এই রকম ভয় করা উচিত নয়। আর বায়ু ও বর্ষণের জন্যও ভীত হয়ো না, কারণ ইতিমধ্যেই এই সমস্ত উৎপীড়ন থেকে তোমাদের পরিত্রাণের আয়োজন করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

তথা নির্বিবিশুর্গর্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসঃ ।
যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজাঃ সোপজীবিনঃ ॥ ২২ ॥

তথা—এভাবেই; **নির্বিবিশুঃ**—তাঁরা প্রবেশ করলেন; **গর্তম্**—গুহায়; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **আশ্বাসিত**—আশ্বস্ত; **মানসঃ**—তাঁদের মন; **যথা-অবকাশম্**—স্বাচ্ছন্দ্যভাবে; **স-ধনাঃ**—তাঁদের গাভীগুলি সহ; **স-ব্রজাঃ**—এবং তাদের শকটগুলি সহ; **স-উপজীবিনঃ**—তাঁদের আশ্রিত জনেরা সহ (যেমন তাঁদের ভৃত্য ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ সহ)।

অনুবাদ

কৃষ্ণের দ্বারা তাঁদের মন এভাবেই আশ্বস্ত হয়ে, তাঁরা সকলে পাহাড়ের নীচে প্রবেশ করলেন, যেখানে তাঁরা নিজেদের জন্য এবং তাঁদের গাভীসকল, শকটসমূহ, ভৃত্য ও পুরোহিতগণ এবং সেই সঙ্গে গোপ-সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকলের জন্য যথেষ্ট জায়গা পেলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনের সমস্ত গৃহপালিত পশুদের আশ্রয়ের জন্য গোবর্ধন পর্বতের নীচে আনা হয়েছিল।

শ্লোক ২৩

ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎপদাৎ ॥ ২৩ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধা; **তৃট্**—ও তৃষ্ণা; **ব্যথাম্**—যন্ত্রণা; **সুখ**—ব্যক্তিগত সুখ; **অপেক্ষাম্**—সকল বিবেচনা; **হিত্বা**—সরিয়ে রেখে; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **ব্রজ-বাসিভিঃ**—ব্রজবাসীগণ; **বীক্ষ্যমাণঃ**—নিরীক্ষমাণ হয়ে; **দধার**—তিনি ধারণ করেছিলেন; **অদ্রিম্**—পর্বতকে; **সপ্তাহম্**—সাতদিন ধরে; **ন অচলৎ**—তিনি বিচলিত হননি; **পদাৎ**—সেই স্থান থেকে।

অনুবাদ

ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বিস্মৃত হয়ে এবং সমস্ত ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য সরিয়ে রেখে, শ্রীকৃষ্ণ সাতদিন ধরে পর্বতকে ধারণ করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন আর ব্রজবাসীরা তাঁকে নিরীক্ষণ করছিলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে,

ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাক্ষৈর্নিরীক্ষিতঃ ।
গোপগোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণৈঃ ।
সংস্তূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ যখন পর্বত ধারণ করেছিলেন, তখন ব্রজবাসীগণ তাঁর স্তুতি কীর্তন করছিলেন, এখন তাঁরা সকলেই তাঁর সাথে একসঙ্গে অবস্থানের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন আর হর্ষ ও বিস্ময়পূর্ণ নয়নে তাঁকে নিরীক্ষণ করছিলেন। এভাবেই গোপ ও গোপীগণ সকলেই উল্লসিত হয়েছিলেন এবং প্রীতিবশত তাঁরা বিস্ফারিতভাবে তাঁদের নেত্র উন্মীলিত করেছিলেন।"

ক্রমাগত শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অমৃত পান করে, ব্রজবাসীগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা ক্লান্তি অনুভব করেননি, আর তাঁদের সুন্দর রূপ দর্শন করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা বিস্মৃত হয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, সাংবর্তক মেঘরাশি থেকে সাতদিন ধরে ক্রমাগত বর্ষণ মথুরা জেলাকে প্লাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ পরমেশ্বর ভগবান কেবলমাত্র তাঁর শক্তি দ্বারা মাটিতে জল পড়ামাত্রই তৎক্ষণাৎ তা শুষ্ক করে দিচ্ছিলেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন আকর্ষণীয় বিবরণে পূর্ণ এবং হাজার হাজার বৎসর ধরে তাঁর সুবিখ্যাত লীলা-বিলাসগুলির অন্যতমরূপে স্থান অধিকার করেছে।

শ্লোক ২৪

কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসংকল্পঃ স্বান্মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের; যোগ—যোগশক্তির; অনুভাবম্—প্রভাব; তম্—সেই; নিশম্য—দর্শন করে; ইন্দ্রঃ—ইন্দ্র; অতি-বিস্মিতঃ—অত্যন্ত বিস্মিত; নিস্তম্ভঃ—যাঁর মিথ্যা গর্ব পরাস্ত হয়েছিল; ভ্রষ্ট—ভ্রষ্ট; সঙ্কল্পঃ—যাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা; স্বান্—তাঁর নিজের; মেঘান্—মেঘরাশি; সংন্যবারয়ৎ—নিবারিত করলেন।

অনুবাদ

ইন্দ্র যখন শ্রীকৃষ্ণের এই যোগশক্তির প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁর মিথ্যা গর্বের স্তর থেকে চ্যুত হয়ে এবং তাঁর সংকল্প থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, তিনি তাঁর মেঘরাশিকে বিরত হতে নির্দেশ দিলেন।

শ্লোক ২৫

খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষং চ দারুণম্ ।
নিশম্যোপরতং গোপান্ গোবর্ধনধরোঽব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥

খম্—আকাশ; বি-অভ্রম্—মেঘশূন্য; উদিত—উদিত; আদিত্যম্—সূর্য; বাত-বর্ষম্—বায়ু ও বৃষ্টি; চ—এবং; দারুণম্—প্রচণ্ড; নিশম্য—দর্শন করে; উপরতম্—বিরত; গোপান্—গোপগণকে; গোবর্ধন-ধরঃ—গিরি-গোবর্ধনের উত্তোলনকারী; অব্রবীৎ—বললেন।

অনুবাদ

প্রচণ্ড বায়ু ও বৃষ্টি এখন বিরত হয়েছে, আকাশ মেঘশূন্য হয়েছে এবং সূর্য উদিত হয়েছে দর্শন করে, গিরি-গোবর্ধন উত্তোলনকারী শ্রীকৃষ্ণ গোপ-সম্প্রদায়কে নিম্নোক্তভাবে বললেন।

শ্লোক ২৬

নির্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ ।
উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ ॥ ২৬ ॥

নির্যাত—বহির্গত হও; **ত্যজত**—ত্যাগ কর; **ত্রাসম্**—তোমাদের ভয়; **গোপাঃ**—হে গোপগণ; **স**—একত্রে; **স্ত্রী**—তোমাদের স্ত্রী; **ধন**—সম্পদ; **অর্ভকাঃ**—এবং সন্তান; **উপারতম্**—বিরত হয়েছে; **বাত-বর্ষম্**—বায়ু ও বৃষ্টি; **বি-উদ**—জলশূন্য; **প্রায়াঃ**—প্রায়; **চ**—এবং; **নিম্নগাঃ**—নদীগুলি।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে গোপগণ, তোমাদের স্ত্রী, সন্তান ও সম্পত্তি নিয়ে বহির্গত হও। ভয় ত্যাগ কর। বায়ু ও বৃষ্টি থেমে গেছে এবং নদীর জলের উচ্চতাও কমে গেছে।

শ্লোক ২৭

ততস্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনম্ ।
শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ—তখন; **তে**—তাঁরা; **নির্যযুঃ**—নির্গত হলেন; **গোপাঃ**—গোপগণ; **স্বম্ স্বম্**—প্রত্যেকে যাঁর নিজের; **আদায়**—নিয়ে; **গো-ধনম্**—তাঁদের গাভীসকল; **শকট**—তাঁদের শকটে; **ঊঢ়**—বোঝাই করে; **উপকরণম্**—তাঁদের দ্রব্যাদি; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **বাল**—শিশু; **স্থবিরাঃ**—বৃদ্ধগণ; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

তাঁদের নিজ নিজ গাভীসকল সংগ্রহ এবং উপকরণাদি তাঁদের শকটে বোঝাই করার পর, গোপগণ নির্গত হলেন। স্ত্রী, শিশু এবং বৃদ্ধরাও ধীরে ধীরে তাঁদের অনুসরণ করলেন।

শ্লোক ২৮

ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ববৎপ্রভুঃ ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া ॥ ২৮ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—এবং; **তম্**—সেই; **শৈলম্**—পর্বত; **স্ব-স্থানে**—স্বস্থানে; **পূর্ববৎ**—আগের মতো; **প্রভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **পশ্যতাম্**—যখন তাঁরা নিরীক্ষণ করছিলেন; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত প্রাণী; **স্থাপয়াম্ আস**—তিনি স্থাপন করলেন; **লীলয়া**—অনায়াসে।

অনুবাদ

যখন সমস্ত প্রাণীগণ নিরীক্ষণ করছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান পর্বতকে তার স্বস্থানে স্থাপন করলেন, ঠিক যেন সেটি আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে।

শ্লোক ২৯

তং প্রেমবেগান্নির্ভৃতা ব্রজৌকসো
যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ ।
গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্মুদা
দধ্যক্ষতাম্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ ॥ ২৯ ॥

তম্—তাঁর প্রতি; প্রেম—তাঁদের শুদ্ধ প্রেমের; বেগাৎ—বেগের দ্বারা; নির্ভৃতাঃ—পূর্ণ; ব্রজ-ওকসঃ—ব্রজবাসীগণ; যথা—তাঁর স্থিতি অনুসারে প্রত্যেকে; সমীয়ুঃ—এগিয়ে এলেন; পরিরম্ভণ-আদিভিঃ—আলিঙ্গনাদির দ্বারা; গোপ্যঃ—গোপীগণ; চ—এবং; স-স্নেহম্—গভীর প্রীতিবশত; অপূজয়ন্—তাঁদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন; মুদা—আনন্দপূর্ণ সহকারে; দধি—দধি; অক্ষত—অভগ্ন শস্য; অম্ভিঃ—এবং জল সহ; যুযুজুঃ—তারা উপস্থাপন করলেন; সৎ—শুভ; আশিষঃ—আশীর্বাদ।

অনুবাদ

সমগ্র বৃন্দাবনবাসীরা প্রেমে ভাবাবিষ্ট হয়ে অভিভূত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনুযায়ী—কেউ তাঁকে আলিঙ্গন করে, অন্যরা অবনত হয়ে প্রণাম আদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দিত করতে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। গোপীগণ সম্মানের নিদর্শন-স্বরূপ দধিমিশ্রিত জল ও যব উপস্থাপন করলেন এবং তাঁরা তাঁর উপর শুভ আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, বৃন্দাবনবাসীদের প্রত্যেকেই সম্প্রদায়ের কনিষ্ঠ সদস্য একজন অধস্তনরূপে, সমকক্ষরূপে অথবা ঊর্ধ্বতনরূপে—তাঁর নিজস্ব উপায়ে কৃষ্ণকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন—এবং তাঁরা অনুরূপভাবে তাঁর সঙ্গে আচরণ করছিলেন। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠগণ তাঁকে শুভ আশীর্বাদ অর্পণ করেছিলেন, স্নেহভরে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করেছিলেন, তাঁকে চুম্বন করেছিলেন, তাঁর বাহুদ্বয় ও আঙ্গুলগুলি মর্দন করেছিলেন এবং বাৎসল্য স্নেহে তাঁর ক্লান্তি বা যন্ত্রণা হচ্ছে কি না সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কৃষ্ণের সমকক্ষগণ তাঁর সঙ্গে হাস্য অথবা পরিহাস করেছিলেন এবং যাঁরা কনিষ্ঠজন তাঁরা তাঁর পদদ্বয়ে পতিত হয়েছিলেন, তাঁর পদদ্বয় মালিশ করেছিলেন ইত্যাদি।

এই শ্লোকে চ শব্দটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণপত্নীগণ দধি ও অভগ্ন শস্যের মতো শুভ দ্রব্যাদি নিবেদন করার জন্য গোপ রমণীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এভাবেই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন—"দুষ্টকে দমন কর, শিষ্টকে পালন কর, তোমার পিতা-মাতাকে আনন্দিত কর এবং সমস্ত সম্পদ ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধিশালী হও।"

শ্লোক ৩০

যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ ।
কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ ॥ ৩০ ॥

যশোদা—মা যশোদা; **রোহিণী**—রোহিণী; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **রামঃ**—বলরাম; **চ**—ও; **বলিনাম্**—বলশালী; **বরঃ**—মহা; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণকে; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **যুযুজুঃ**—তাঁরা সকলে প্রদান করলেন; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **স্নেহ**—তাঁর প্রতি তাঁদের স্নেহের দ্বারা; **কাতরাঃ**—কাতর হয়ে।

অনুবাদ

মাতা যশোদা, মাতা রোহিণী, নন্দ মহারাজ ও মহা বলশালী বলরাম সকলে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। স্নেহে অভিভূত হয়ে, তাঁরা তাঁকে তাঁদের আশীর্বাদ প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩১

দিবি দেবগণাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যা গন্ধর্বচারণাঃ ।
তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব ॥ ৩১ ॥

দিবি—স্বর্গের; **দেব-গণাঃ**—দেবতাগণ; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **সাধ্যাঃ**—সাধ্যগণ; **গন্ধর্ব-চারণাঃ**—গন্ধর্ব ও চারণগণ; **তুষ্টুবুঃ**—তাঁরা ভগবানের স্তব পাঠ করলেন; **মুমুচুঃ**—তাঁরা বর্ষণ করলেন; **তুষ্টাঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **পুষ্প-বর্ষাণি**—পুষ্পবৃষ্টি; **পার্থিব**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

হে রাজন্, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব ও চারণগণ সহ স্বর্গের দেবতাগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্তব গান করলেন এবং পরম সন্তোষ সহকারে পুষ্প বর্ষণ করলেন।

তাৎপর্য

স্বর্গের দেবতাগণ বৃন্দাবনবাসীদের মতোই উৎফুল্ল হয়েছিলেন আর এভাবেই এক মহাজাগতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩২

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রচোদিতাঃ ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়স্তুম্বুরুপ্রমুখা নৃপ ॥ ৩২ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **দুন্দুভয়ঃ**—এবং দুন্দুভি; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **দিবি**—স্বর্গে; **দেব-প্রচোদিতাঃ**—দেবগণ দ্বারা বাদিত; **জগুঃ**—গান করেছিলেন; **গন্ধর্ব-পতয়ঃ**—প্রধান গন্ধর্বগণ; **তুম্বুরু-প্রমুখাঃ**—তুম্বুরু প্রমুখ; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে পরীক্ষিৎ, স্বর্গের দেবতাগণ তাঁদের শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনি সহকারে বাদিত করেছিলেন এবং তুম্বুরু প্রমুখ শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ গান করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

ততোঽনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো
রাজন্ স্বগোষ্ঠং সবলোঽব্রজদ্ধরিঃ ।
তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা
গায়ন্ত্য ঈয়ুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তারপর; **অনুরক্তৈঃ**—প্রিয়; **পশু-পৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **পরিশ্রিতঃ**—পরিবেষ্টিত; **রাজন্**—হে রাজা; **স্ব-গোষ্ঠম্**—যেখানে তিনি তাঁর নিজের গাভীদের পরিচর্যা করতেন সেই স্থানে; **স-বলঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **অব্রজৎ**—গমন করলেন; **হরিঃ**—কৃষ্ণ; **তথা-বিধানি**—তাদৃশ (গোবর্ধন উত্তোলন); **অস্য**—তাঁর; **কৃতানি**—কার্যাবলী; **গোপিকাঃ**—গোপিকাগণ; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **ঈয়ুঃ**—তাঁরা গমন করলেন; **মুদিতাঃ**—আনন্দ সহকারে; **হৃদি-স্পৃশঃ**—তাঁদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁদেরকে স্পর্শ করেছিলেন যিনি তাঁর।

অনুবাদ

তাঁর প্রিয় গোপসখাগণ ও শ্রীবলরামের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, কৃষ্ণ তখন যেখানে তাঁর গাভীদের পরিচর্যা করতেন সেই স্থানে গমন করলেন। গোপিকাগণ অত্যন্ত গভীরভাবে তাঁদের হৃদয় স্পর্শকারী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুষ্ঠিত গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন ও অন্যান্য মহিমাময় কার্যসকল আনন্দ সহকারে গান করতে করতে তাঁদের গৃহে ফিরে গেলেন।

তাৎপর্য

তাঁদের গৃহে ফিরে যাওয়ার আগে, গোপিকাগণ গোপন দৃষ্টিপাত বিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। যেহেতু তাঁরা একটি ধর্মীয় গ্রামের পবিত্র বালিকা ছিলেন, তাই সাধারণত তাঁরা প্রকাশ্যে কৃষ্ণকে নিয়ে কোনও কথা বলতেন না, কিন্তু এখন তাঁরা ভগবানের এই অপূর্ব লীলা প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করে মুক্তভাবে তাঁর সুন্দর গুণাবলীর গান গাইলেন। এটি স্বাভাবিক যে, কোনও যুবক সুন্দরী যুবতীর উপস্থিতিতে চমৎকার কিছু একটা করতে চায়। গোপীগণ ছিলেন শুদ্ধ-চিত্তা, পরমা সুন্দরী যুবতী এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উপস্থিতিতে পরম বিস্ময়কর কার্যাবলীর অনুষ্ঠান করেছিলেন। এভাবেই তাঁর প্রতি তাঁদের নিত্য ভক্তি উদ্দীপিত করে, তিনি তাঁদের কোমল হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।